



ishwarerain.org

পরিশিষ্ট ৭ঘ: প্রশ্নোত্তর — কুমারীরা, বিধবারা এবং তালাকপ্রাপ্ত নারীরা

এই পৃষ্ঠা ঈশ্বর যে বিবাহসমূহ গ্রহণ করেন সেই ধারাবাহিক সিরিজের অংশ এবং নিম্নলিখিত ক্রম অনুসরণ করে:

1. [পরিশিষ্ট ৭ক: কুমারীরা, বিধবারা এবং তালাকপ্রাপ্ত নারীরা: যে বিবাহসমূহ ঈশ্বর গ্রহণ করেন.](#)
2. [পরিশিষ্ট ৭খ: বিচ্ছেদ-পত্র — সত্য ও মিথ.](#)
3. [পরিশিষ্ট ৭গ: মার্ক 10:11-12 এবং ব্যভিচারে মিথ্যা সমতা.](#)
4. [পরিশিষ্ট ৭ঘ: প্রশ্নোত্তর — কুমারীরা, বিধবারা এবং তালাকপ্রাপ্ত নারীরা \(বর্তমান পৃষ্ঠা\).](#)

বিবাহ কী, ঈশ্বরের সংজ্ঞা অনুযায়ী?

আদি থেকেই শাস্ত্র দেখায় যে বিবাহ কোনো অনুষ্ঠান, মানত বা মানবিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সংজ্ঞায়িত নয়; বরং সেই মুহূর্তে সংজ্ঞায়িত হয়, যখন কোনো নারী—সে কুমারী হোক বা বিধবা—কোনো পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। এই প্রথম সহবাসই সেই ঘটনা, যেটিকে ঈশ্বর নিজে দুই আত্মার এক দেহে সংযুক্তি হিসেবে গণ্য করেন। বাইবেল ধারাবাহিকভাবে নির্দেশ করে যে কেবল এই যৌন-বন্ধনের মাধ্যমেই নারী পুরুষের সঙ্গে যুক্ত হয়, এবং তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে তার সঙ্গেই বাঁধা থাকে। এই ভিত্তির ওপর—যা শাস্ত্র থেকে স্পষ্ট—আমরা কুমারী, বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত নারীদের বিষয়ে প্রচলিত প্রশ্নগুলো পর্যালোচনা করি এবং সমাজের চাপে সৃষ্ট বিকৃত ব্যাখ্যাগুলো উল্লেখ করি।

এখানে আমরা বিবাহ, ব্যভিচার এবং বিচ্ছেদ সম্পর্কে বাইবেল আসলে কী শেখায়—সে বিষয়ে সবচেয়ে প্রচলিত কিছু প্রশ্ন একত্র করেছি। আমাদের লক্ষ্য হলো শাস্ত্রের ভিত্তিতে সময়ের সাথে ছড়িয়ে পড়া ভুল ব্যাখ্যাগুলো পরিষ্কার করা, যেগুলো প্রায়ই ঈশ্বরের আদেশের সরাসরি বিরোধিতা করে। সব উত্তরই এমন এক বাইবেলীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে যা পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

প্রশ্ন: রাহাবের কী হবে? সে তো এক জন পতিতা ছিল, তবু সে বিয়ে করেছে এবং যিশুর বংশতালিকায় আছে!

“শহরের সব কিছু তারা সম্পূর্ণ ধ্বংস করল তলোয়ারের ধার দিয়ে — পুরুষ ও নারী, ছোট-বড় সবার সাথে গরু, ভেড়া ও গাধা” (যিহোশূয় 6:21)। রাহাব ইয়্রায়ালের সাথে যুক্ত হওয়ার সময় একজন বিধবা ছিলেন। যিহোশূয় কখনোই এমন কোনো অইহুদি নারীকে—যিনি কুমারী নন—একজন ইহুদির সাথে বিবাহের অনুমতি দিতেন না, যদি না তিনি দীক্ষিত হয়ে বিধবা হতেন; তখনই কেবল তিনি ঈশ্বরের আইনে আরেক পুরুষের সাথে যুক্ত হতে স্বাধীন হতেন।

প্রশ্ন: যিশু কি আমাদের পাপ ক্ষমা করতে আসেননি?

হ্যাঁ, প্রায় সব পাপই ক্ষমা হয় যখন আমরা অনুতাপ করে এবং যিশুর আশ্রয় নেয়—ব্যভিচারও এর মধ্যে পড়ে। তবে ক্ষমা পাওয়ার পর, ব্যক্তিকে যে ব্যভিচারী সম্পর্কে রয়েছে তা ছেড়ে দিতে হবে। সব পাপেই বিষয়টি এমন: চোরকে চুরি ছাড়তে হবে, মিথ্যাবাদীকে মিথ্যা বলা ছাড়তে হবে, অপবিত্রকে অপবিত্রতা ছাড়তে হবে, ইত্যাদি। একইভাবে, ব্যভিচারী কেউই ব্যভিচারী সম্পর্কের মধ্যে থেকে এই আশা করতে পারে না যে ব্যভিচারের পাপ আর রইল না।

যতক্ষণ প্রথম স্বামী জীবিত, ততক্ষণ নারীর আত্মা তার সাথেই যুক্ত। সে মারা গেলে, তার আত্মা ঈশ্বরের কাছে—যাঁর কাছ থেকে এসেছে—ফিরে যায় (সভোপদেশক 12:7); তখনই কেবল নারীর আত্মা চাইলে আরেক পুরুষের আত্মার সাথে যুক্ত হতে স্বাধীন হয় (রোমীয় 7:3)। ঈশ্বর কখনো আগেভাগে পাপ ক্ষমা করেন না—শুধু ইতোমধ্যে সংঘটিত পাপ। কেউ যদি গির্জায় ক্ষমা চেয়ে ক্ষমা পায়, কিন্তু সেই রাতেই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিজের স্বামী/স্ত্রী নন এমন কারো সাথে শয়ন করে, তবে সে আবার ব্যভিচার করল।

প্রশ্ন: বাইবেল কি বলেনি যে যে ফিরে আসে, তার জন্য “দেখো, সব কিছু নতুন হয়ে গেছে”? এর মানে কি আমি শূন্য থেকে শুরু করতে পারি?

না। যে অংশগুলো এক পরিবর্তিত মানুষের নতুন জীবন সম্পর্কে বলে, সেগুলো বোঝায় যে পাপ ক্ষমা পাওয়ার পর ঈশ্বর তাকে কেমন জীবন আশা করেন; এগুলো এ কথা বোঝায় না যে অতীত ভুলের ফল মুছে গেছে।

হ্যাঁ, প্রেরিত পৌল 2 করিন্থীয় 5:17-এ লিখেছেন: “অতএব, কেউ যদি খ্রিস্টের মধ্যে থাকে, তবে সে নতুন সৃষ্টি; পুরোনো বিষয়গুলো অতীত হয়ে গেছে; দেখো, সবই নতুন হয়েছে”—যা তিনি দুই আয়াত আগে (15 পদে) বলেছিলেন তার পরিণতি: “আর তিনি সবার জন্য মারা গেলেন—যেন যারা বাঁচে তারা আর নিজের জন্য না বাঁচে, বরং তার জন্য বাঁচে যিনি তাদের জন্য মারা গেছেন এবং আবার জীবিত হয়েছেন।” এর সাথে এক নারীর প্রেমজীবন শূন্য থেকে শুরু করার অনুমতি ঈশ্বর দিলেন—এমন কোনো সম্পর্ক নেই, যদিও অনেক জাগতিক নেতা এ কথাই শেখায়।

প্রশ্ন: বাইবেল কি বলেনি যে ঈশ্বর অজ্ঞতার সময়গুলো উপেক্ষা করেন?

“অজ্ঞতার সময়” (প্রেরিত 17:30) কথাটি পৌল গ্রীসের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ব্যবহার করেছিলেন—এক মূর্তিপূজক জাতির উদ্দেশ্যে—যারা ইয়্রায়ালের ঈশ্বর, বাইবেল বা যিশু সম্পর্কে কখনো শোনেনি। এই লেখা পড়া কারো জন্যই তার পরিবর্তনের আগে এসব বিষয়ে অজ্ঞতা ছিল—এ কথা বলা যায় না।

তার উপর, অংশটি অনুতাপ ও পাপ-ক্ষমার বিষয়। বাক্য কোথাও ইঙ্গিত দেয় না যে ব্যভিচারের পাপের ক্ষমা নেই। সমস্যাটি হলো—অনেকে কেবল ইতোমধ্যেই সংঘটিত ব্যভিচারের ক্ষমাই চান না; তাঁরা ব্যভিচারী সম্পর্কটিও চালিয়ে যেতে চান—আর ঈশ্বর এটি গ্রহণ করেন না, সে পুরুষই হোক বা নারী।

প্রশ্ন: তবে পুরুষদের কথা বলা হয় না কেন? পুরুষরা কি ব্যভিচার করে না?

হ্যাঁ, পুরুষরাও ব্যভিচার করে, এবং বাইবেলীয় কালে শাস্তি উভয়ের জন্যই সমান ছিল। তবে ঈশ্বর পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে ব্যভিচার সংঘটনের ধরনকে ভিন্নভাবে বিবেচনা করেন। পুরুষের কৌমার্য ও দম্পতির সংযুক্তির মধ্যে কোনো যোগসূত্র নেই। ব্যভিচার হয়েছে কি না—তা নির্ধারণ করে নারী, পুরুষ নয়।

বাইবেল অনুযায়ী, কোনো পুরুষ—বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত—তখনই ব্যভিচার করে যখন সে এমন এক নারীর সাথে শয়ন করে, যিনি না কুমারী, না বিধবা। উদাহরণস্বরূপ, 25 বছরের এক কুমার পুরুষ যদি 23 বছরের এমন এক নারীর সাথে শয়ন করে, যিনি কুমারী নন, তবে পুরুষটি ব্যভিচার করে; কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ওই নারী আরেক পুরুষের স্ত্রী (মথি 5:32; রোমীয় 7:3; লেবীয় 20:10; ব্যবস্থাবিবরণী 22:22-24)।

যুদ্ধে কুমারী, বিধবা ও অকুমারী নারীরা

উদ্ধৃতি	নির্দেশ
গণনা 31:17-18	সব পুরুষ ও অকুমারী নারীদের ধ্বংস করো। কুমারীদের জীবিত রাখা হবে।
বিচারকগণ 21:11	সব পুরুষ ও অকুমারী নারীদের ধ্বংস করো। কুমারীদের জীবিত রাখা হবে।
ব্যবস্থাবিবরণী 20:13-14	সব প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে ধ্বংস করো। অবশিষ্ট নারীরা হবে বিধবা ও কুমারী।

প্রশ্ন: তাহলে কি তালাকপ্রাপ্ত/আলাদা থাকা কোনো নারী তার প্রাক্তন স্বামী জীবিত থাকা অবস্থায় বিয়ে করতে পারে না, কিন্তু পুরুষকে কি প্রাক্তন স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে হয় না?

না, তাকে অপেক্ষা করতে হয় না। ঈশ্বরের আইনে, যে পুরুষ বাইবেলীয় কারণে স্ত্রীর থেকে আলাদা হয় (দেখুন মথি 5:32), তিনি কুমারী বা বিধবাকে বিয়ে করতে পারেন। তবে বাস্তবে আজ প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়—পুরুষ তার স্ত্রীর থেকে আলাদা হয়ে এক তালাকপ্রাপ্ত/আলাদা থাকা নারীকে বিয়ে করে—আর তখনই সে ব্যভিচারে পড়ে; কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তার নতুন স্ত্রী অন্য পুরুষের অন্তর্গত।

প্রশ্ন: যেহেতু পুরুষ কুমারী বা বিধবাদের বিয়ে করলে ব্যভিচার করে না, তাহলে কি আজ ঈশ্বর বহুপত্নীত্ব মেনে নেন?

না। আজ আমাদের কালে যিশুর সুসমাচারের কারণে বহুপত্নীত্ব অনুমোদিত নয় এবং পিতার আইনের আরও কঠোর প্রয়োগের কারণে নয়। সৃষ্টির শুরু থেকে দেওয়া আইনের অক্ষর (*τὸ γράμμα τοῦ νόμου* – *to gramma tou nomou*) বলে যে এক নারীর আত্মা কেবল এক পুরুষের সাথে বাঁধা থাকে; তবে এটি বলে না যে এক পুরুষের আত্মা এক নারীর সাথেই বাঁধা থাকতে হবে। এই কারণেই শাস্ত্রে ব্যভিচার সব সময় এক নারীর স্বামীর বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত। এ কারণেই ঈশ্বর কখনো বলেননি যে পিতৃপুরুষ ও রাজারা ব্যভিচারী ছিলেন—কারণ তাঁদের স্ত্রীরা বিয়ের সময় কুমারী বা বিধবা ছিলেন।

কিন্তু মশীহ আগমনের সাথে আমরা আইনের আত্মা (τὸ πνεῦμα τοῦ νόμου – *to pneûma tou nómu*) সম্পর্কে পূর্ণ উপলব্ধি পেয়েছি। স্বর্গ থেকে আগত একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে যিশু (যোহন 3:13; যোহন 12:48-50; মথি 17:5) শিখিয়েছেন যে ঈশ্বরের সব আদেশই প্রেম ও সৃষ্টির কল্যাণের ওপর ভিত্তি করে। আইনের অক্ষর হলো প্রকাশ; আইনের আত্মা হলো তার সার।

ব্যভিচারের ক্ষেত্রে, যদিও আইনের অক্ষর অনুমতি দেয় যে কোনো পুরুষ একাধিক নারীর সাথে থাকতে পারে—যদি তারা কুমারী বা বিধবা হন—আইনের আত্মা এমন চর্চাকে অনুমতি দেয় না। কেন? কারণ আজ এতে সংশ্লিষ্ট সবার কষ্ট ও বিভ্রান্তি হবে—আর নিজের মতো প্রতিবেশীকে ভালবাসা হলো দ্বিতীয় বৃহত্তম আদেশ (লেবীয় 19:18; মথি 22:39)। বাইবেলীয় সময়ে এটি সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাশিত ছিল; আমাদের দিনে, তা কোনো দিক থেকেই গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন: যদি আলাদা থাকা স্বামী-স্ত্রী সমঝোতা করে আবার বিবাহজীবন ফিরিয়ে আনতে চান, তা কি গ্রহণযোগ্য?

হ্যাঁ, দম্পতি মিলিত হতে পারেন, যদি—

1. স্বামী সত্যিই স্ত্রীর প্রথম পুরুষ হয়ে থাকেন; নইলে বিচ্ছেদের আগেও বিয়েটি বৈধ ছিল না।
2. বিচ্ছেদের সময়কালে নারী অন্য কোনো পুরুষের সাথে শয়ন না করে থাকেন (ব্যবস্থাবিবরণী 24:1-4; যিরমিয় 3:1)।

এই উত্তরগুলো প্রমাণ করে যে বিবাহ ও ব্যভিচার সম্পর্কে বাইবেলীয় শিক্ষা আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও একসূত্রে গাঁথা। ঈশ্বর যা নির্ধারণ করেছেন তা বিশ্বস্ততার সাথে অনুসরণ করলে আমরা মতবাদগত বিকৃতি এড়াতে পারি এবং তাঁর স্থির করা ঐক্যের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারি।